৫০তম বিসিএস প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলা ভাষা

লেকচার: ০৬

টপিক:

- ✓ উপসর্গ ও অনুসর্গ
- ✓ ধাতু, প্রকৃতি-প্রত্যয়
- ✓ যতি চিহ্নের ব্যবহার

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

❑ বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এই অব্যয় জাতীয় শব্দ/শব্দাংশ গুলো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টি করে এগুলোকে উপসর্গ বলে। উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

যেমন- প্র + হার = প্রহার (আঘাত), উপ + হার = উপহার (উপঢৌকন), পরি + হার = পরিহার (ত্যাগকরা)।

এখানে, হার শব্দটির সাথে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যোগ করায় অর্থে ভিন্নতা তৈরি হয়েছে।

➢ উপসর্গের বৈশিষ্ট্য

☞ নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি। যেমন- হার→ প্রহার। ☞ শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ করা। যেমন- নীল→ সুনীল। ☞ শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করা। যেমন- ভর→ ভরদুপুর।	☞ শব্দের অর্থের সংকোচন করা। হাঁস→ পাতিহাঁস। ☞ অর্থের পরিবর্তন করা। জয়→ পরাজয়।

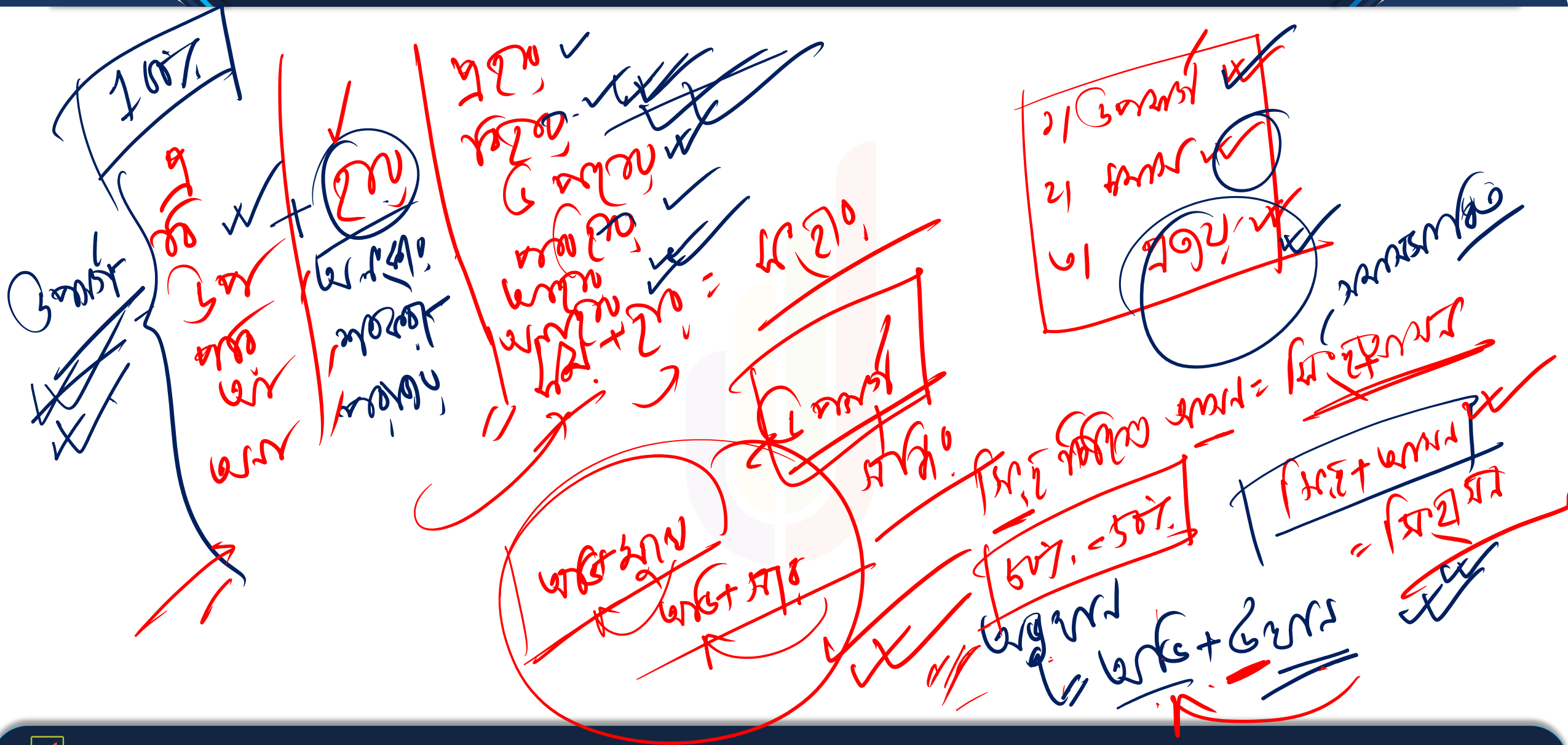

কোনো অর্থবাচকতা নেই
কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে

* অর্থবাচকতা → নিজস্ব অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা
* অর্থদ্যোতকতা → অর্থ পরিবর্তনের ক্ষমতা

উপসর্গ নিজে কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। উপসর্গ কেবল অন্য শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে।

অনু + গমন
আ + হার

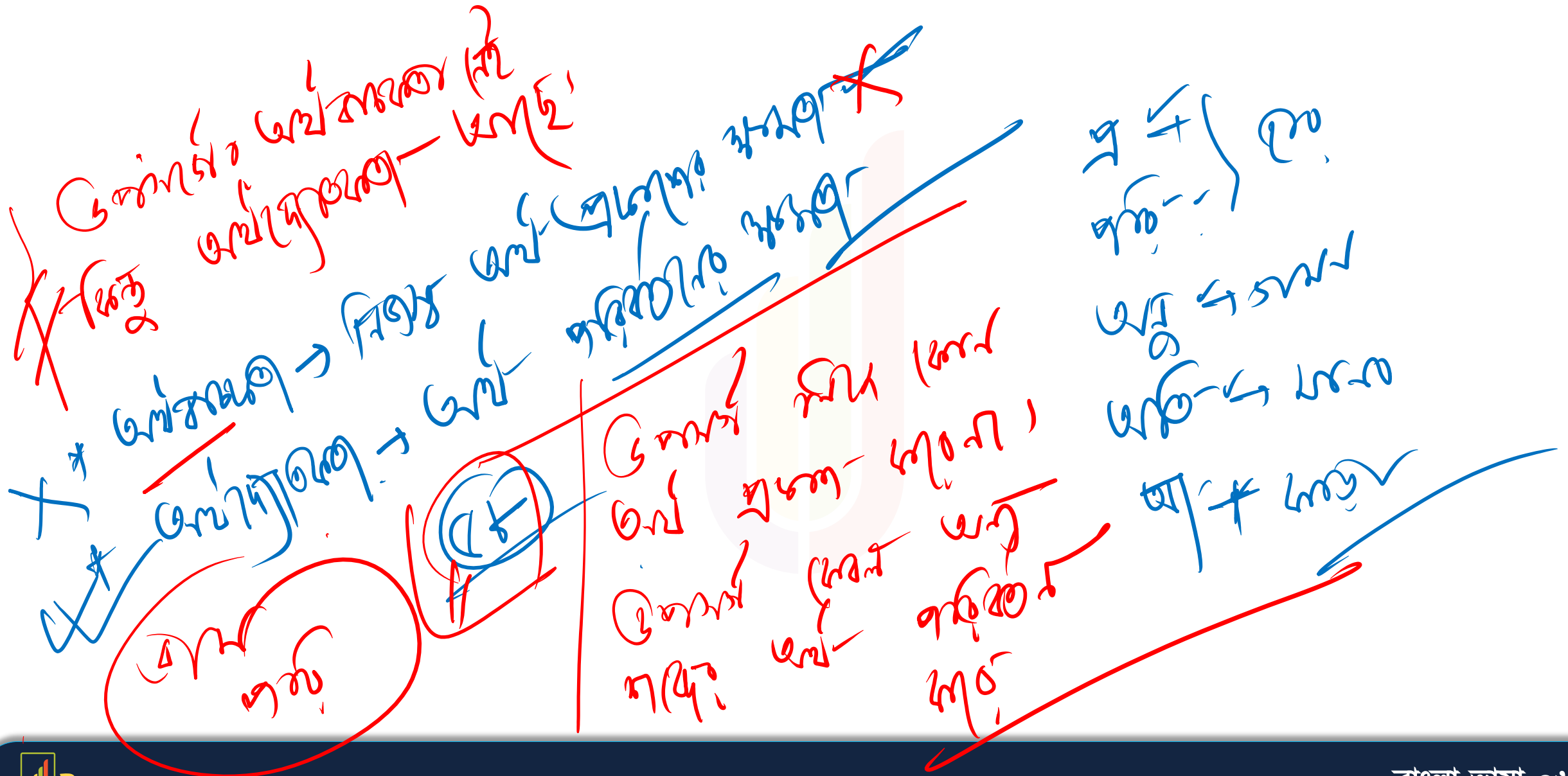

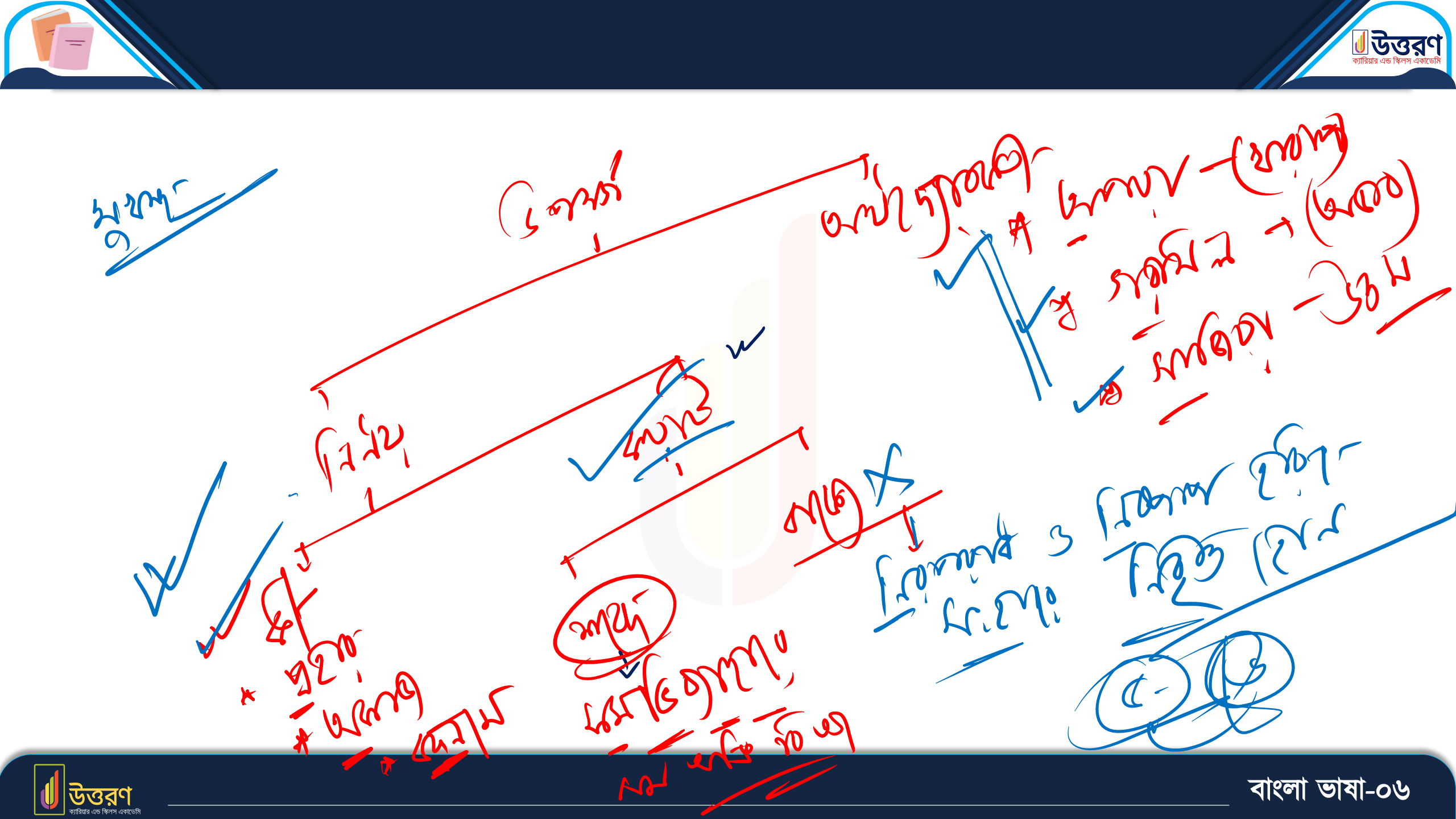

উপসর্গ

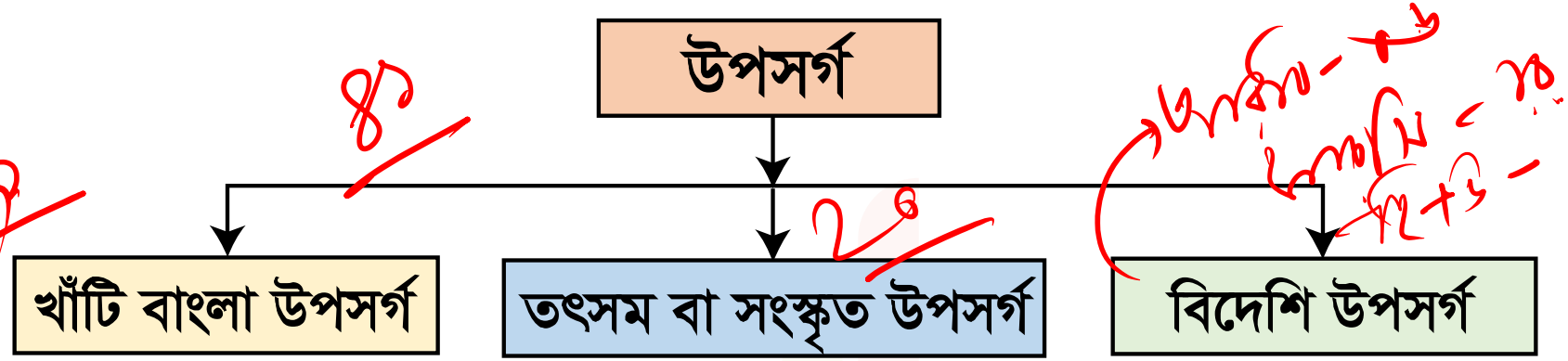

- **বাংলা উপসর্গ:** বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা উপসর্গ ২১টি-

  অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

- **তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ:** তৎসম উপসর্গ মোট ২০টি-

  প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, সু, উৎ, অধি, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

- **বাংলা ও তৎসম কমন উপসর্গসমূহ-** সু, বি, নি, আ

❑ বিদেশি উপসর্গ

ফারসি উপসর্গ	কার্, দর্, না, নিম্, ফি, বদ্, বে, বর্, ব্, কম্
আরবি উপসর্গ	আম্, খাস, লা, বাজে, গর্, খয়ের
ইংরেজি উপসর্গ	ফুল, হাফ, হেড, সাব
হিন্দি উপসর্গ	হর

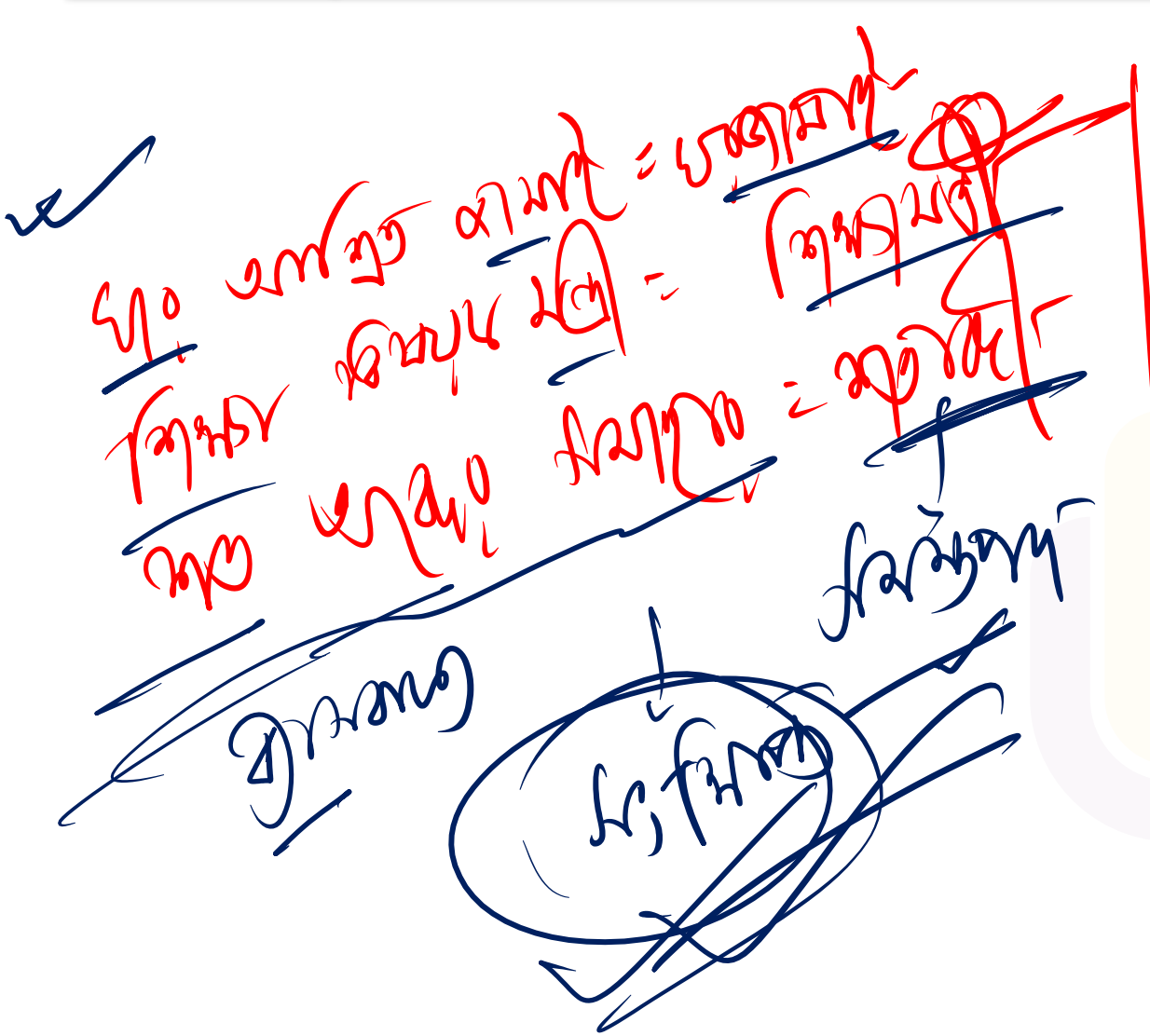

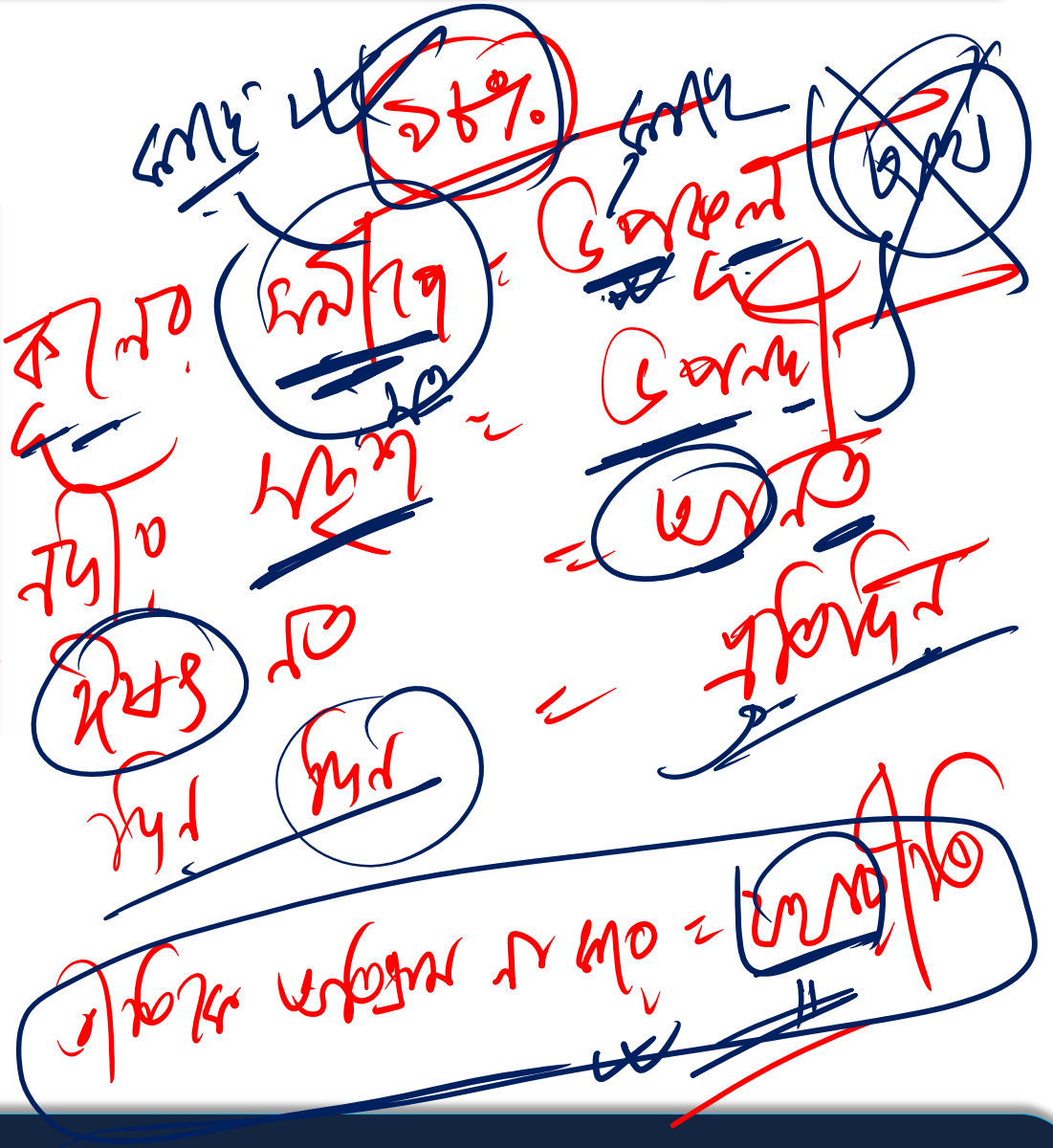

➢ **বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ ব্যাকরণের কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়?** [৪৮তম বিসিএস]

(ক) সন্ধি (খ) উপসর্গ (গ) কারক (ঘ) প্রত্যয়

➢ **উপসর্গযুক্ত শব্দ-** [৪৬তম বিসিএস]

(ক) বিদ্যা (খ) বিদ্রোহী (গ) বিষয় (ঘ) বিপুল

➢ **'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) অকাজ (খ) আবছায়া (গ) আলুনি (ঘ) নিখুঁত

➢ **কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?** [৩৯তম বিসিএস]

(ক) উপনেতা (খ) উপভোগ (গ) উপগ্রহ (ঘ) উপসাগর

➢ **কোন শব্দটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে?** [৩৯তম বিসিএস]

(ক) আনন (খ) আষাঢ় (গ) আঘাটা (ঘ) আয়না

➢ **'কদাকার' শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত?** [৩৭তম বিসিএস]

(ক) দেশি উপসর্গযোগে (খ) বিদেশি উপসর্গযোগে

(গ) সংস্কৃত উপসর্গযোগে (ঘ) কোনোটি নয়

➢ **কোন শব্দ গঠনে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?** [৩২তম বিসিএস]

(ক) পরাকাষ্ঠা (খ) অভিব্যক্তি (গ) পরিশ্রান্ত (ঘ) অনাবৃষ্টি

➢ **'অপ' কী ধরনের উপসর্গ?** [৩০তম বিসিএস]

(ক) সংস্কৃত (খ) বাংলা (গ) বিদেশি (ঘ) মিশ্র

➢ **বাংলা ভাষায় কয়টি খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে?** [২৭তম বিসিএস]

(ক) উনিশ (খ) কুড়ি (গ) একুশ (ঘ) বাইশ

➢ **উপসর্গ কোনটি?** [২৬তম বিসিএস]

(ক) অতি (খ) থেকে (গ) চেয়ে (ঘ) দ্বারা

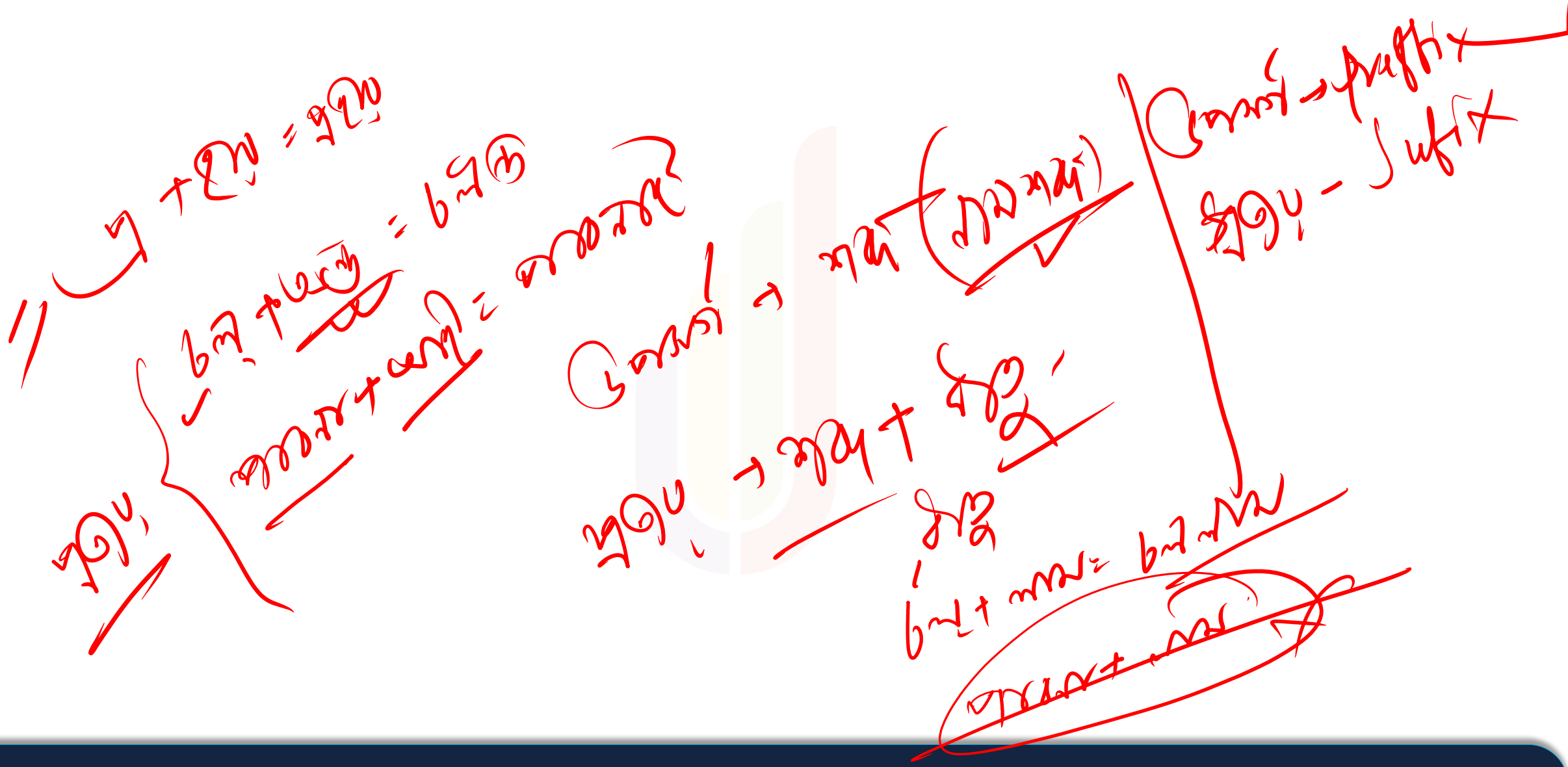

➢ **প্র, পরা, অপ-** [২৬তম বিসিএস]

(ক) বাংলা উপসর্গ (খ) সংস্কৃত উপসর্গ (গ) বিদেশি উপসর্গ (ঘ) উপসর্গ স্থানীয় অব্যয়

➢ **উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য-** [২৪তম, ১৭তম বিসিএস]

(ক) অব্যয় ও শব্দাংশে (খ) নতুন শব্দ গঠনে

(গ) উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পেছনে (ঘ) ভিন্ন অর্থ প্রকাশে

➢ **'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে-** [১৭তম বিসিএস]

(ক) আরবি ভাষা থেকে (খ) ফরাসি ভাষা থেকে

(গ) হিন্দি ভাষা থেকে (ঘ) উর্দু ভাষা থেকে

➢ **'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?** [১৬তম বিসিএস]

(ক) নেতিবাচক (খ) বিয়োগান্তক (গ) নঞর্থক (ঘ) অজানা

➢ **'অবমূল্যায়ন' ও 'অবদান' শব্দ দুটিতে 'অব' উপসর্গটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যটি ঠিক?** [১৬তম বিসিএস]

(ক) শব্দ দুটিতে উপসর্গটি মোটামুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

(খ) শব্দ দুটিতে উপসর্গটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

(গ) দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ দু রকম

(ঘ) দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ আপাতবিচারে ভিন্ন হলেও আসল এক

➢ **'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?** [১৫তম বিসিএস]

(ক) বিপরীত (খ) নিকৃষ্ট (গ) বিকৃত (ঘ) অভাব

➢ **কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?** [১২তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) নিখুঁত (খ) আনমনা (গ) অবহেলা (ঘ) নিমরাজি

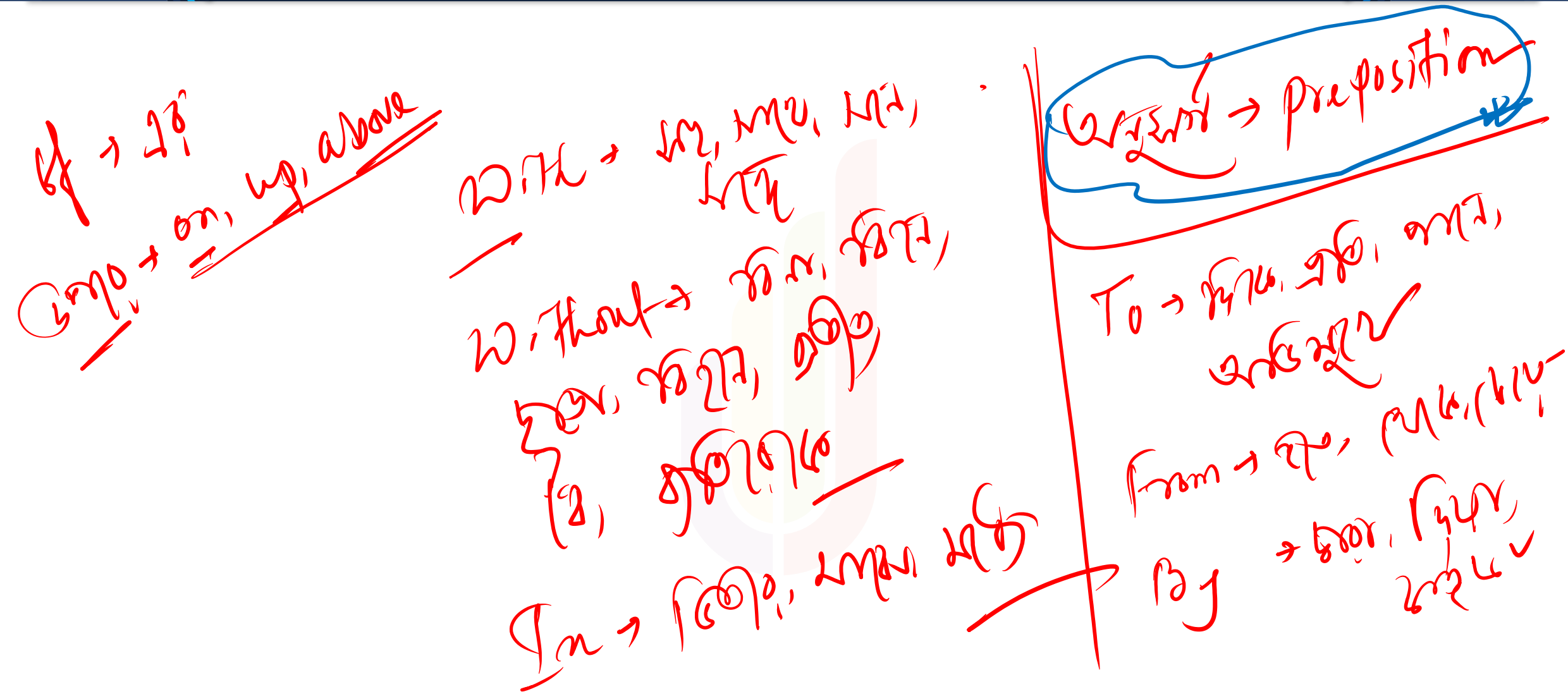

উপরে → on, up, above

With → সহ, সাথে, সনে, সঙ্গে

Without → বিনা, বিহীন, ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরেকে

In → ভিতরে, মধ্যে, মাঝে

অনুসর্গ → Preposition

To → দিকে, প্রতি, পানে, অভিমুখে

From → হতে, থেকে, চেয়ে

By → দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক

অনুসর্গ

❑ বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে এবং যে সব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সাথে সম্পর্কিত করে তোলে, সেসব শব্দগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

➢ অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো 'কে' এবং 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন –

- বিনা : দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)প্ন
- সনে : ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)।
- দিয়ে : তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার কে বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

➢ **অনুসর্গের প্রকারভেদ:** অনুসর্গ দুই প্রকার-

সাধারণ অনুসর্গ

ক্রিয়াজাত অনুসর্গ

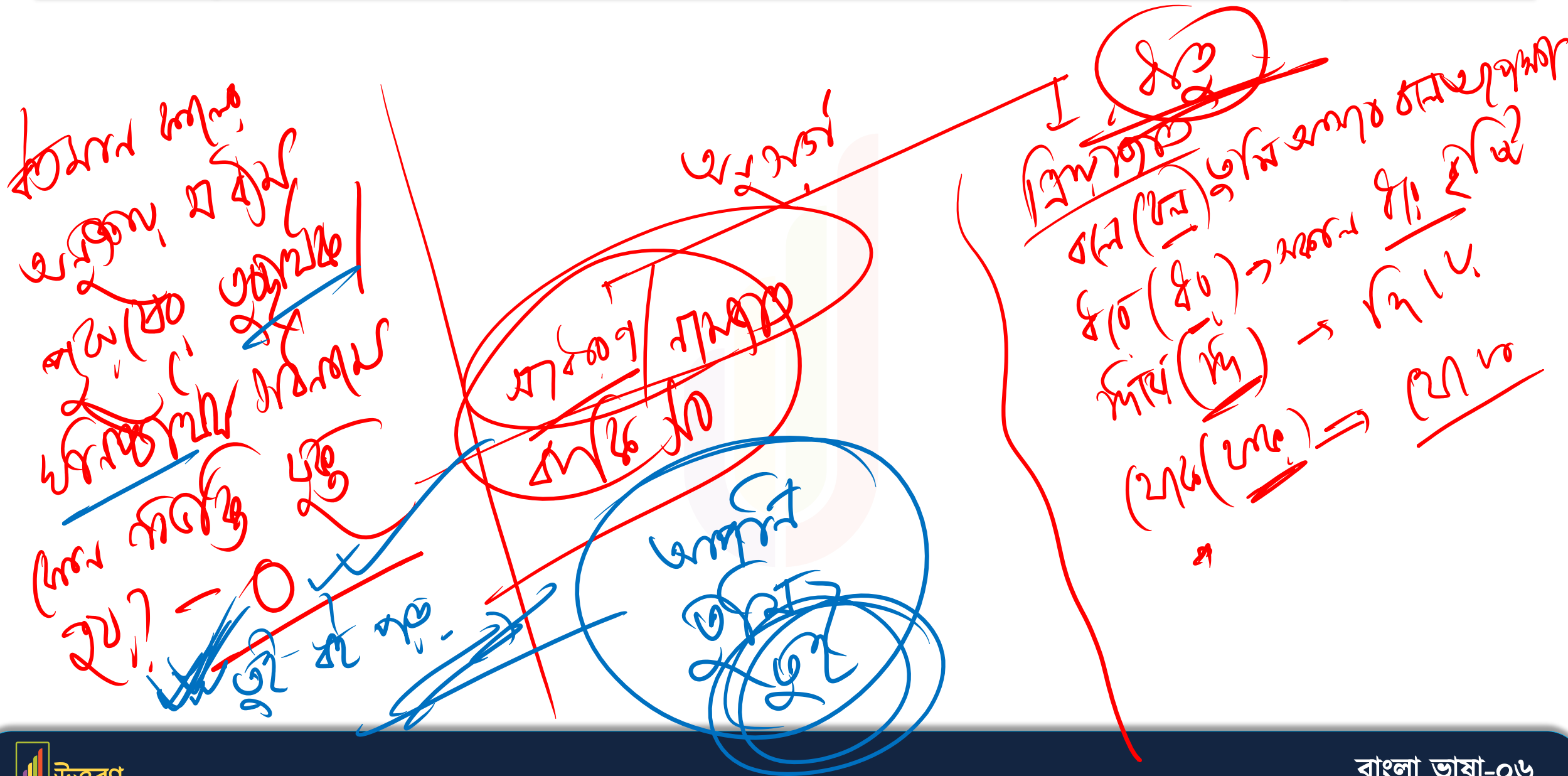

❑ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অনুসর্গের প্রয়োগ-

- ✓ বিহনে (ব্যতিরেক অর্থে) : উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
- ✓ সহ (সমগামিতা অর্থে) : তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।
- ✓ সহিত (সমসূত্রে অর্থে) : শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।
- ✓ সঙ্গে (তুলনায়) : মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না।
- ✓ অবধি (পর্যন্ত অর্থে) : সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।
- ✓ পরে (স্বল্প বিরতি অর্থে) : এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না।
- ✓ পর (দীর্ঘবিরতি অর্থে) : শরতের পরে আসে বসন্ত।
- ✓ মতো (ন্যায় অর্থে) : বেকুবের মতো কাজ করো না।

অনুসর্গ

- ✓ তরে (মত অর্থে) : এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।
- ✓ পক্ষে (সক্ষমতা অর্থে) : রাজার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।
- ✓ মাঝে (মধ্যে অর্থে) : সীমার মাঝে অসীম তুমি।
- ✓ মাঝারে (ব্যাপ্তি অর্থে) : 'আছো তুমি, প্রভু জগৎ মাঝারে'।
- ✓ কাছে (নিকটে অর্থে) : আমার কাছে আর কে আসবে?
- ✓ প্রতি (প্রত্যেক অর্থে) : মণ প্রতি পাঁচ টাকা লাভ দিবো।
- ✓ হেতু (নিমিত্ত অর্থে) : 'কী হেতু এসেছ তুমি কহ বিস্তারিয়া।'
- ✓ জন্যে (নিমিত্ত অর্থে) : 'এ ধন-সম্পদ তোমার জন্য।'
- ✓ সহকারে (সঙ্গে অর্থে) : আগ্রহ সহকারে কহিলেন।

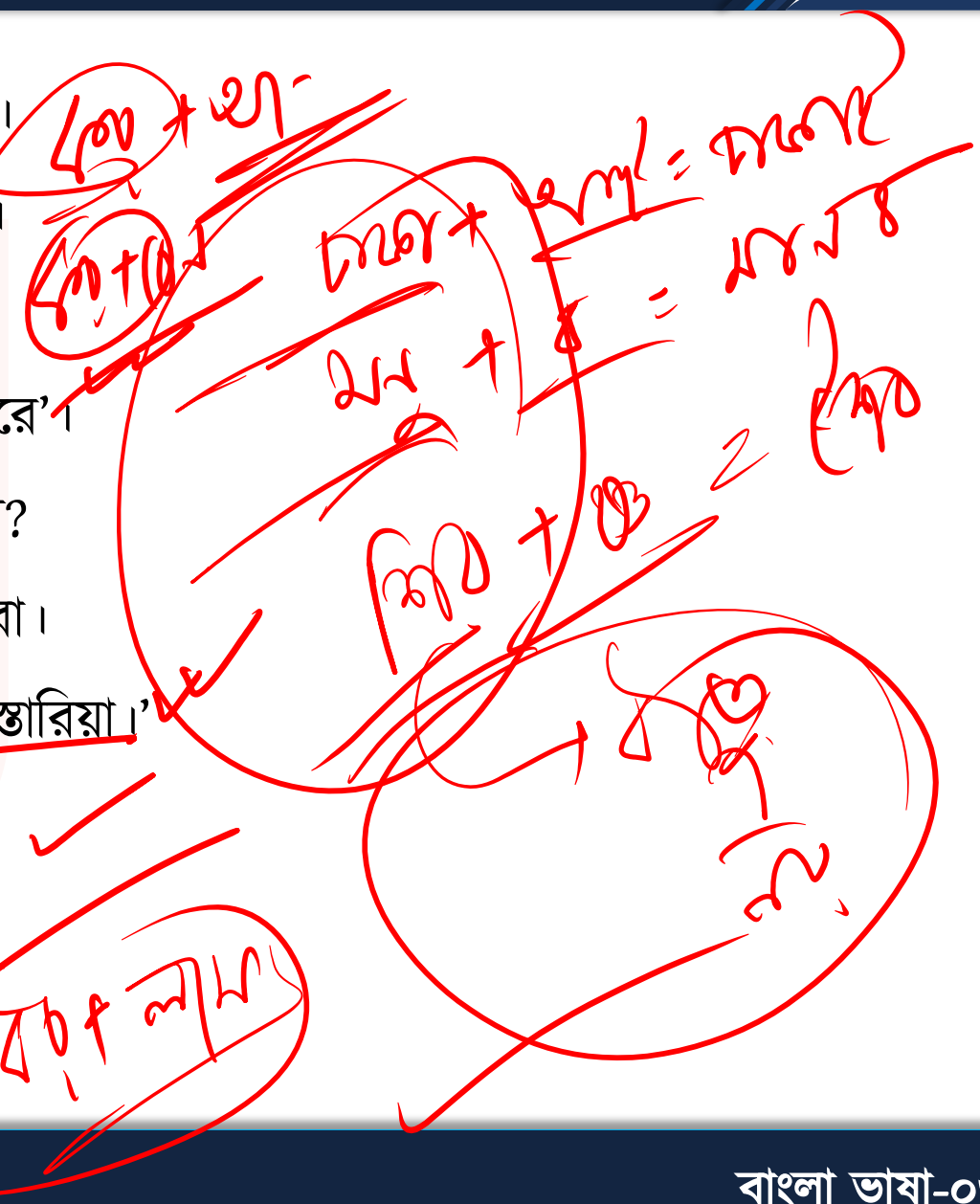

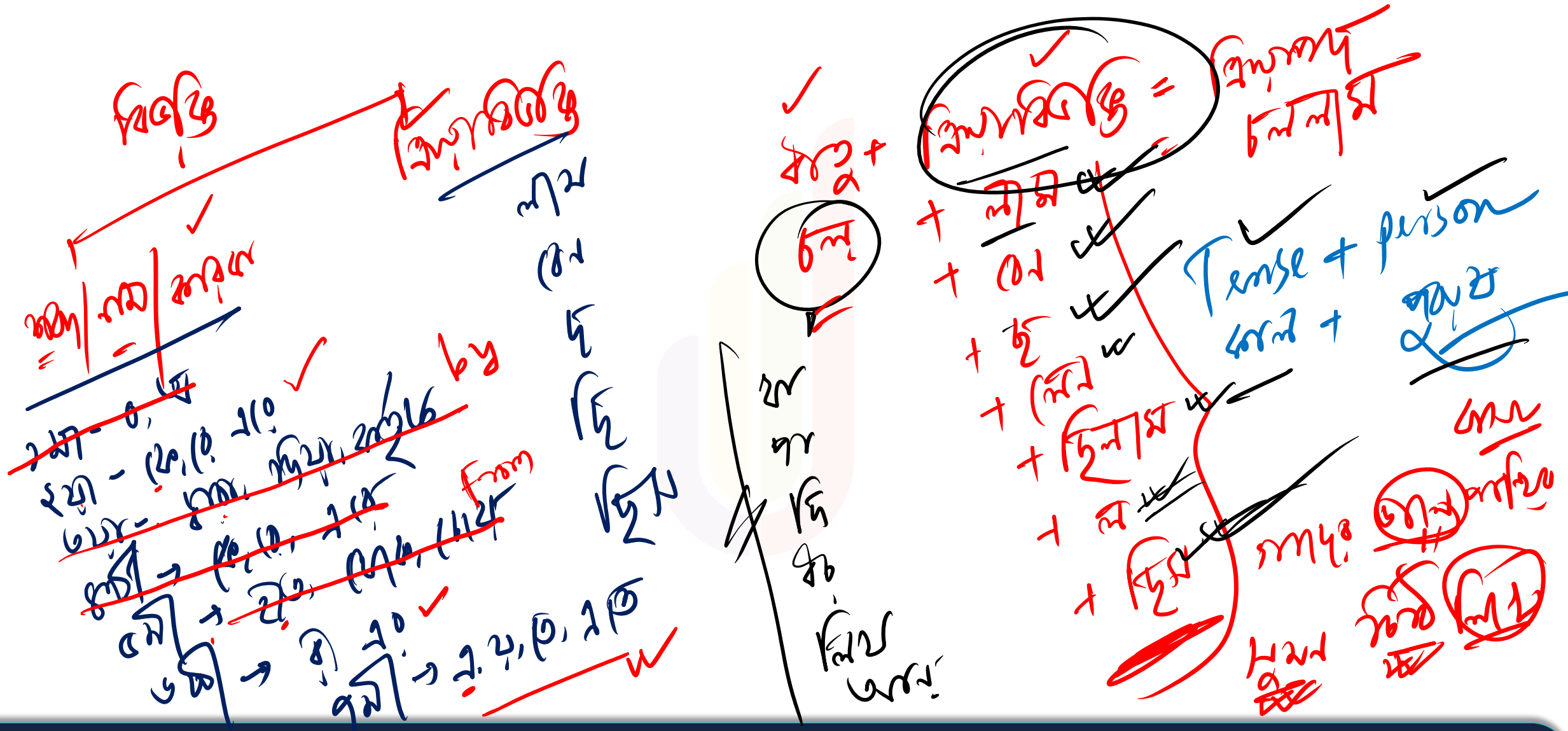

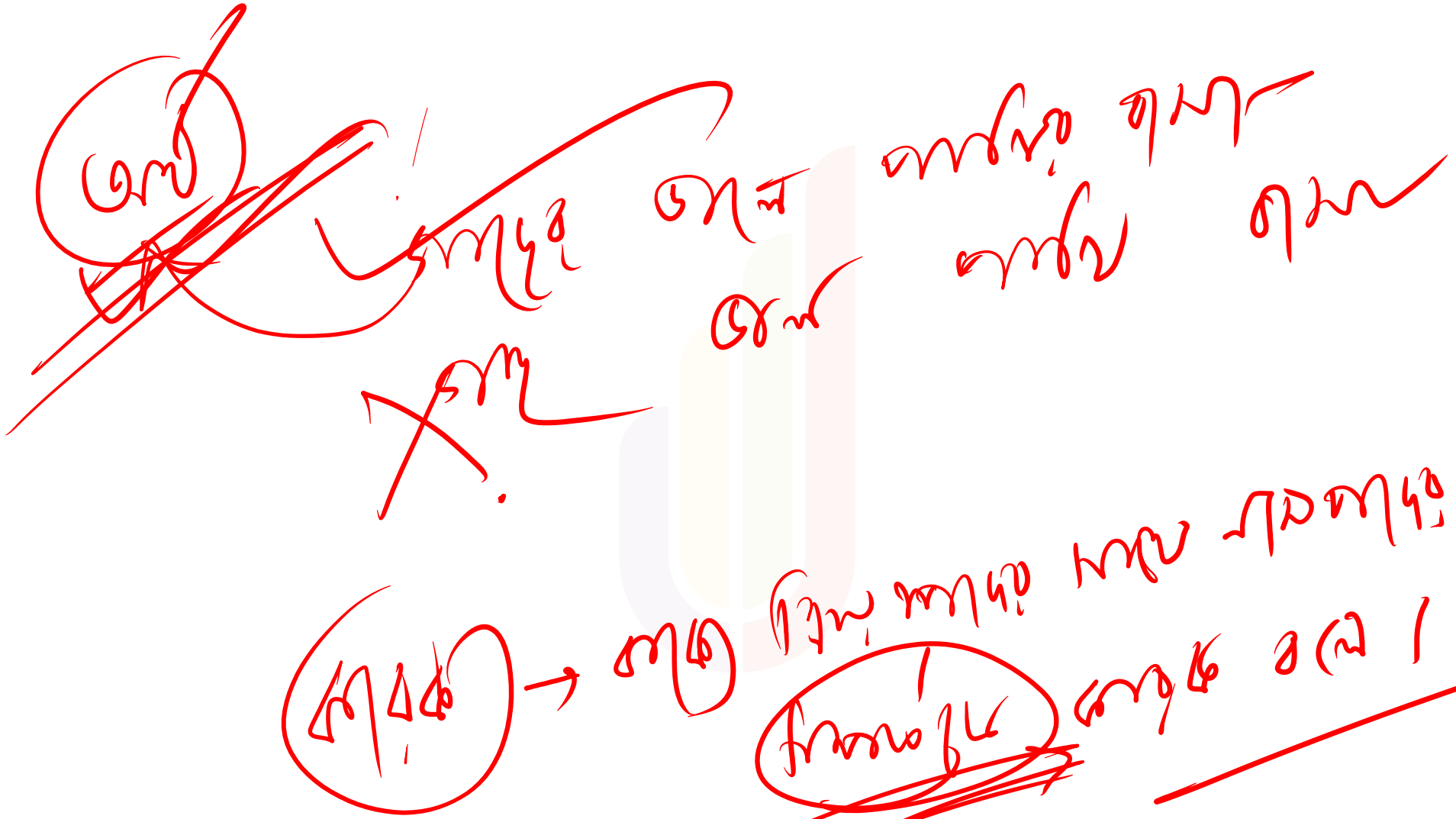

ধাতু

- ধাতু ৩ প্রকার। যথা – মৌলিক ধাতু, সাধিত ধাতু, যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

❑ **মৌলিক ধাতু:** চল্, পড়্, কর্, হ্, খা, দেখ্, খেল্ ।

- **বাংলা ধাতু:** আঁক্, কহ্, কাট্, কর্, কাদ্, কিন্, খা, গড়্, ঘষ্, দেখ্, ধর্, পড়্, বাঁধ্, বুঝ্, রাখ্, শুন্, থাক্, হাস্ ইত্যাদি বাংলা মৌলিক ধাতুপ্ম
- সংস্কৃত ধাতু: অঙ্ক্, কথ্, কৃৎ, কৃ, ক্রন্দ্, ক্রী, খাদ্, গঠ্, মৃষ্, দৃশ্, ধৃ, পঠ্, বন্ধ্, বুঝ্, রক্ষ্, শ্রু, স্থা, হস্ ইত্যাদি সংস্কৃত ধাতুপ্ম
- **বিদেশি ধাতু:** জম্, টুট্, ডর্, বিগড়্, লটক্ ইত্যাদি বিদেশি ধাতু।

❑ **সাধিত ধাতু:**

দেখ্ + আ = দেখা, পড়্ + আ = পড়া।

ধাতু

- সাধিত ধাতু তিন প্রকার-
  - ✓ নাম ধাতু: যেমন– আমাকে ধমকিও না।
  - ✓ প্রযোজক ধাতু: যেমন– তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।
  - ✓ কর্মবাচ্যের ধাতু: যেমন– যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।

- ❑ **সংযোগমূলক ধাতু:** যেমন – যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর্ (ধাতু) = 'যোগ কর'

➢ নিচের কোনটি বাংলা 'ধাতু'র দৃষ্টান্ত? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) কহ্ (খ) কথ্ (গ) বুধ্ (ঘ) গঠ্

➢ কোনটি নামধাতুর উদাহরণ? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) চ্‌ল (খ) কর্ (গ) বেতা (ঘ) পড়ু

➢ 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর'-এখানে 'হারায়' কোন ধাতু? [২৬তম বিসিএস]

(ক) কর্মবাচ্যের ধাতু (খ) ভাববাচ্যের ধাতু (গ) সংযোগমূলক ধাতু (ঘ) নাম ধাতু

➢ ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয়? [১২তম, ১০তম বিসিএস]

(ক) বিভক্তি (খ) ধাতু (গ) প্রত্যয় (ঘ) কৃৎ

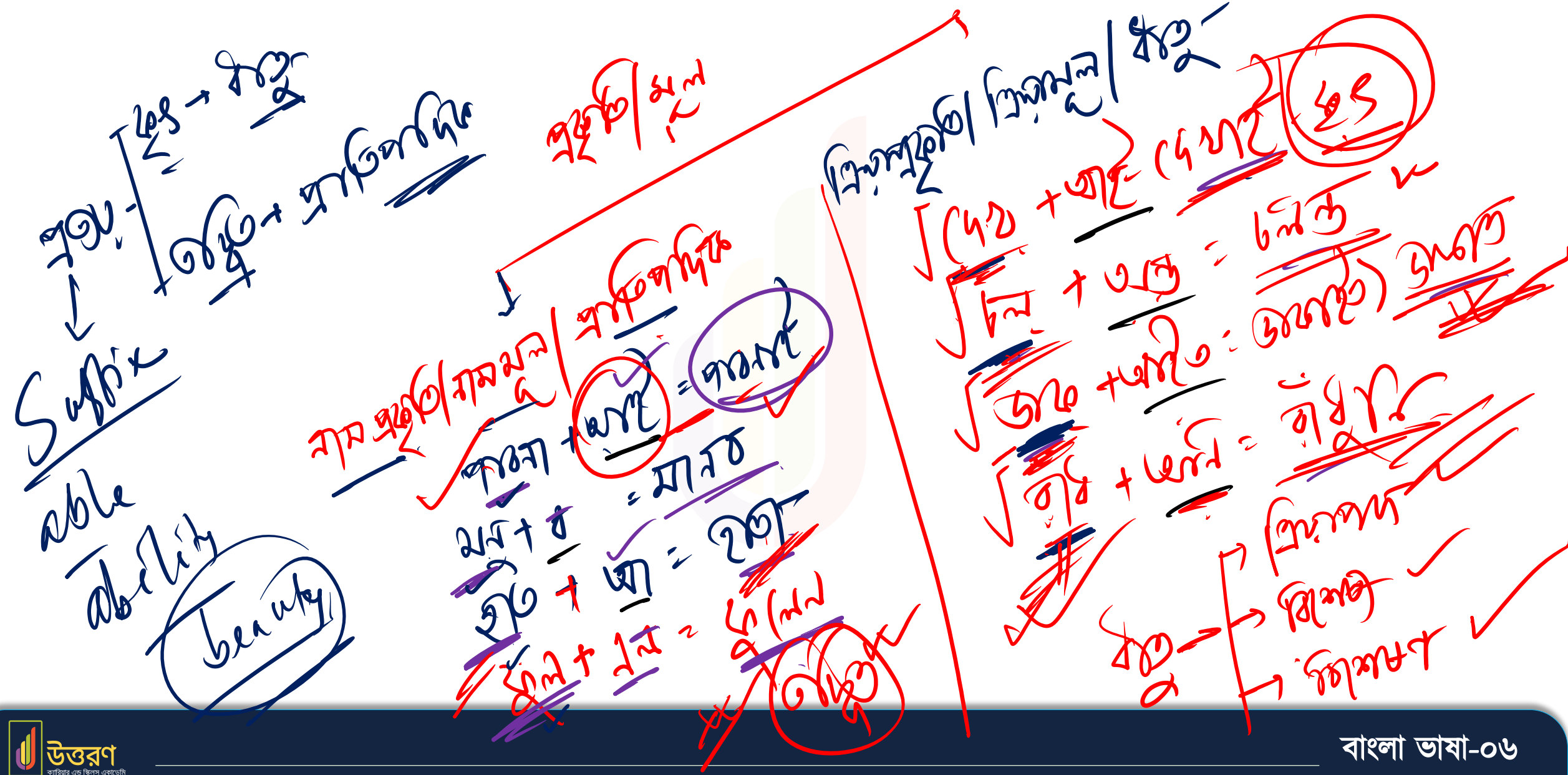

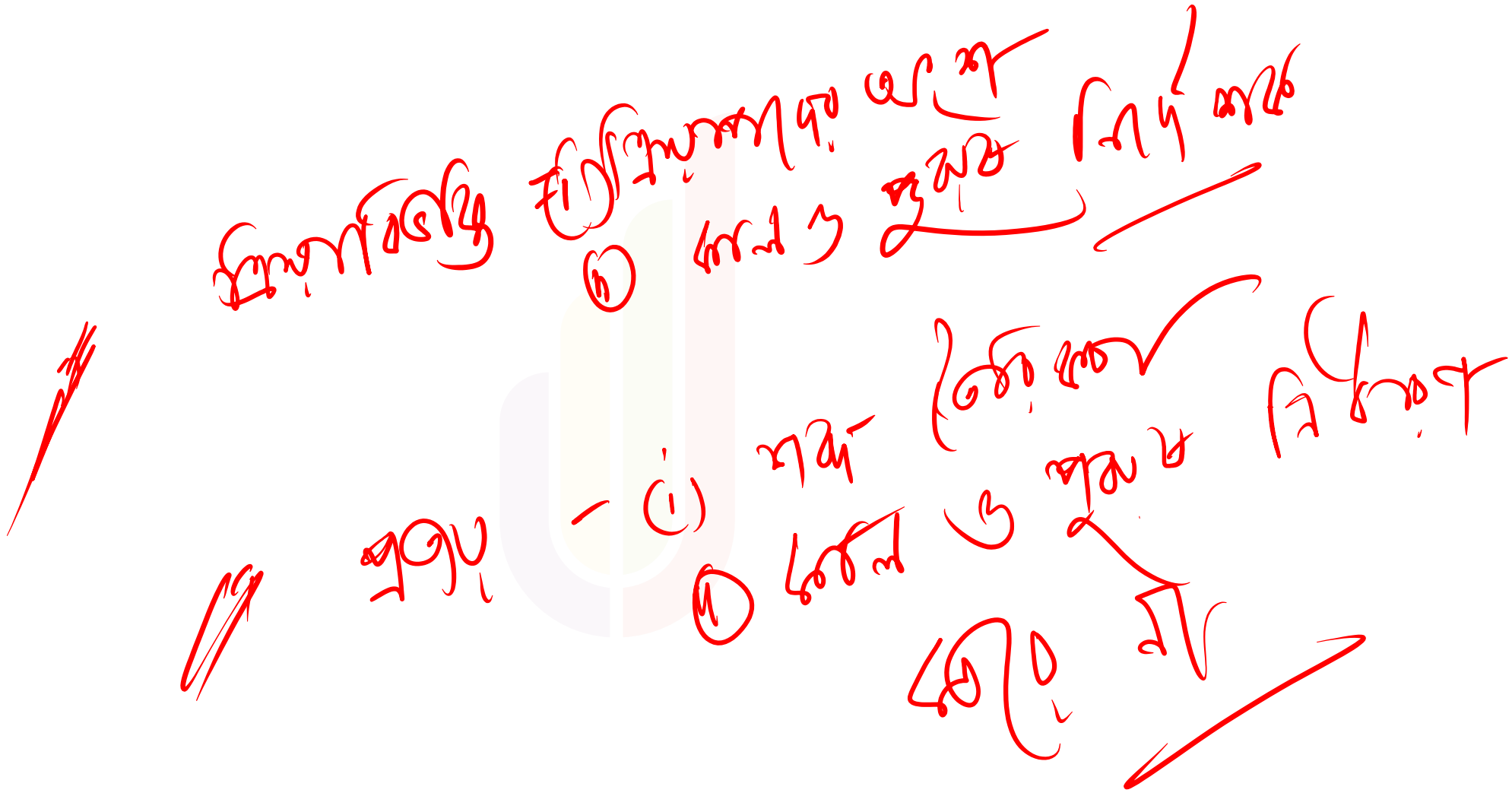

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

❑ **প্রকৃতি:** কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, ধাতু বা শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ, ক্রিয়া বা শব্দের মূলই প্রকৃতি। উদাহরণ:

পড়্	+	উয়া	=	পড়ুয়া
↓		↓		↓
প্রকৃতি	+	প্রত্যয়	=	কৃদন্ত পদ

➢ **প্রকারভেদ:**

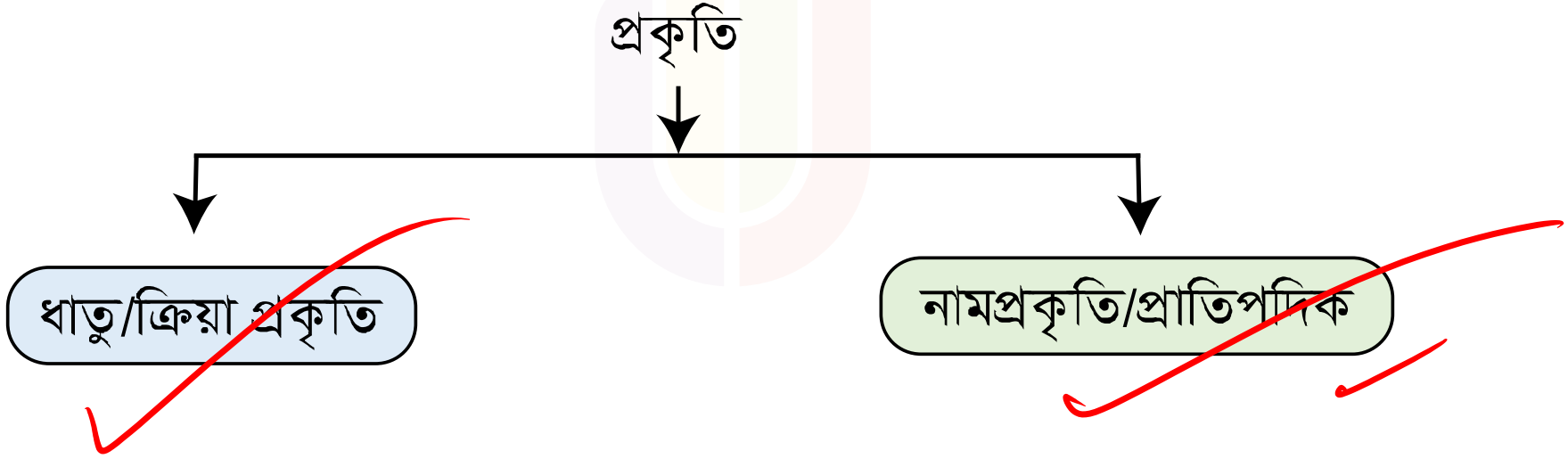

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

❑ **প্রত্যয়:** ক্রিয়ামূল বা নাম প্রকৃতির পরে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে 'প্রত্যয়' বলে। প্রত্যয় সাধারণত ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়। যেমন-- √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত, মনু + ষ্ণ = মানব; এখানে, 'অন্ত' এবং 'ষ্ণ' হলো প্রত্যয়।

➢ **প্রত্যয়ের প্রকারভেদ**

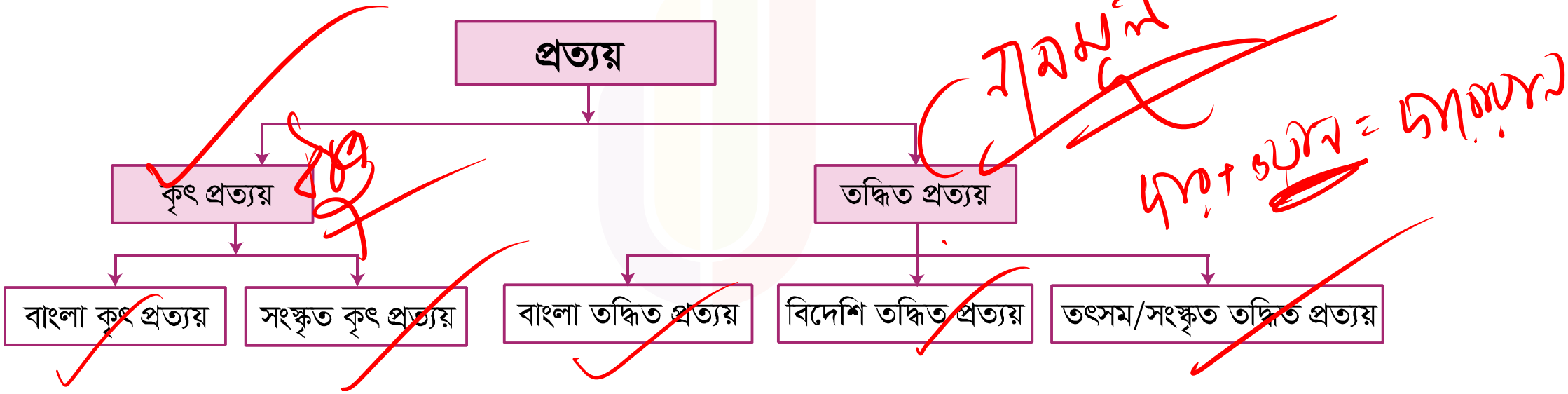

❑ কৃৎ প্রত্যয়

যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ক্রিয়া বা ধাতুর পর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে।

➢ বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

বাংলা ধাতুর সাথে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বাংলা কৃৎপ্রত্যয় বলে।
যেমন– √কাঁদ্ + অন = কাঁদন, √মুড়্ + অক = মোড়ক ইত্যাদি।

➢ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

সংস্কৃত ধাতুর সাথে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় বলে।
যেমন– সিক্ত = √সিচ্ + ক্ত, দর্শন = √দৃশ্ + অনট ইত্যাদি।

❑ তদ্ধিত প্রত্যয়

যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের পর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

➢ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয় ব্যতীত বাকি প্রত্যয়গুলোকে বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।
যেমন– মিঠাই = মিঠা + আই, হাতা = হাত + আ ইত্যাদি।

➢ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

সংস্কৃত বা তৎসম নাম শব্দের সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন– প্রাত্যহিক = প্রত্যহ + ষ্ণিক, শারীরিক = শরীর + ষ্ণিক ইত্যাদি।

➢ বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

বিদেশি শব্দের শেষে যে সব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয় সেসব প্রত্যয়কে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন– কারিগর = কারি + গর, বাজিকর = বাজি + কর ইত্যাদি।

❑ বাংলা কৃৎ প্রত্যয়:

প্রত্যয়	উদাহরণ
অ-প্রত্যয়	√ধর্ + অ = ধর, √মার্ + অ = মার ইত্যাদি।
অন-প্রত্যয়	√কাঁদ্ + অন = কাঁদন, নাচন, দোলন ইত্যাদি।
অনা-প্রত্যয়	√দুল্ + অনা = দোলনা, √খেল্ + অনা = খেলনা ইত্যাদি।
অন্ত-প্রত্যয়	√উড়্ +অন্ত = উড়ন্ত, √ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত ইত্যাদি।
অক-প্রত্যয়	√মুড়্ +অক = মোড়ক, √ঝল্ + অক = ঝলক ইত্যাদি।
আন-প্রত্যয়	√চাল্ + আন = চালান, √মান্ + আন = মানান ইত্যাদি।
আনি-প্রত্যয়	√জান্ +আনি = জানানি, √শুন্ + আনি = শুনানি ইত্যাদি।
আরী- প্রত্যয়	√পূজ্ + আরী = পূজারী (কর্মে দক্ষ অর্থে)
উক-প্রত্যয়	√মিশ্ + উক = মিশুক, √ভাব্ + উক = ভাবুক (কোনো কিছু করতে অভ্যস্ত অর্থে)
উরি- প্রত্যয়	√ডুব্ +উরি/আরি = ডুবুরী (কর্মে দক্ষ অর্থে)

❑ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

- **ণক-প্রত্যয়:** যেমন: √পঠ্ + ণক = √পঠ্ + অক = পাঠক, √গৈ + ণক (অক) = গায়ক।
- **অনট্ প্রত্যয়:** যেমন: √শ্রু + অনট্ = √শ্রু + অন = শ্রবণ, √নী + অনট্ = √নী + অন > নে + অন = নয়ন
- **ক্তি – প্রত্যয়:** যেমন: √গম্ + ক্তি = √গম + তি = গতি
- **ঘ্যণ-প্রত্যয়:** যেমন: √কৃ + ঘ্যণ্ = কার্য্য > কার্য, √ধৃ + ঘ্যণ্ = ধার্য
- **শানচ্-প্রত্যয়:** যেমন: √দীপ্ + শানচ্ = দীপ্যমান, √চল্ + শানচ্ = চলমান, √বৃধ + শানচ্ = বর্ধমান

❑ নিপাতনে সিদ্ধ কৃৎ প্রত্যয়: গীতি = √গৈ + ক্তি, বুদ্ধি = √বুধ্ + ক্তি, শক্তি = √শক্+ক্তি, সিদ্ধি = √সিধ্ + ক্তি

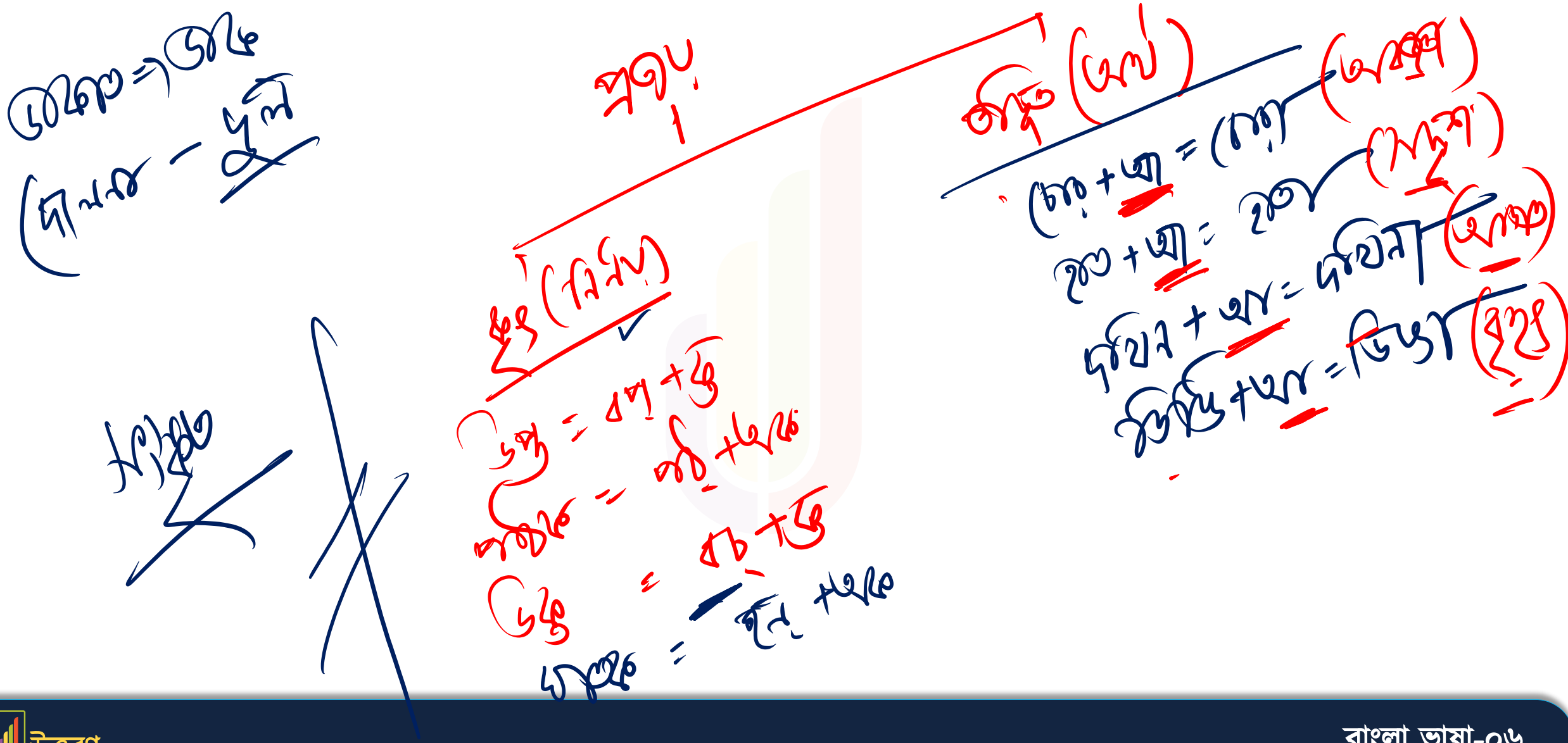

❑ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

- **'আই' প্রত্যয়:** বড় + আই = বড়াই, নিম + আই = নিমাই
- **'আমি' প্রত্যয়:** ভাবার্থে- ইতর + আমি = ইতরামি, চোর + আমি = চোরামি।
- **'আ'- প্রত্যয়:** অবজ্ঞার্থে 'আ' প্রত্যয়-চোর + আ = চোরা, কেষ্ট + আ= কেষ্টা
- **উড়- প্রত্যয়:** অর্থহীনভাবে- লেজ + উড় = লেজুড়।
- **উয়া > ও প্রত্যয়:** মাছ + উয়া = মাছুয়া > মেছো
- **উক-প্রত্যয় :** লাজ-লাজুক, মিশ-মিশুক, মিথ্যা-মিথ্যুক।
- **আরি/আরী/আরু-প্রত্যয় :** ভিখ-ভিখারি, শাঁখ-শাঁখারি, বোমা-বোমারু।
- **আলি/আলো/আলি/আলী>এল-প্রত্যয় :** লাঠি-লাঠিয়াল>লেঠেল, তেজ-তেজাল, হিম-হিমেল,চতুর- চতুরালি, ঘটক-ঘটকালি, গাঁজা-গেঁজেল।

❑ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

- **ইত-প্রত্যয়:** তরঙ্গ + ইত= তরঙ্গিত।
- **ইমন-প্রত্যয়:** নীল + ইমন = নীলিমা। মহৎ + ইমন = মহিমা।
- **ইষ্ঠ-প্রত্যয়:** গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ।
- **বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)- প্রত্যয়:** গুণ+বতুপ্ = গুণবান, দয়া+বতুপ্ = দয়াবান, শ্রী+মতুপ্ = শ্রীমান, বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান।

❑ বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

(ফারসি প্রত্যয়)	(ফারসি প্রত্যয়)	(হিন্দি প্রত্যয়)	(হিন্দি প্রত্যয়)
গর > কর প্রত্যয় যোগে: কারি + গর = কারিগর সওদা + গর = সওদাগর	**বাজ প্রত্যয় যোগে:** ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ কলম + বাজ = কলমবাজ	**পনা প্রত্যয় যোগে:** গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা	**সা > সে প্রত্যয় যোগে:** পানি + সা = পানসা > পানসে কাল + সা = কালসা > কালসে
দার প্রত্যয় যোগে: দেনা + দার = দেনাদার চৌকি + দার = চৌকিদার	**বন্দি প্রত্যয় যোগে:** জবান + বন্দি = জবানবন্দি নজর + বন্দি = নজরবন্দি	**আনা > আনি প্রত্যয় যোগে:** মুনশি + আনা = মুনশিআনা বিবি + আনা = বিবিআনা	**ওয়ালা > আলা প্রত্যয় যোগে:** বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা, দুধ + ওয়ালা = দুধওয়ালা

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
অংশীদার	অংশী + দার	তদ্ধিত
মাধব	মধু + ষ্ণ	তদ্ধিত
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্র + জিৎ	তদ্ধিত
উপ্ত	√বপ্ + ক্ত	কৃৎ
উত্তরায়ণ	উত্তর + আয়ন	তদ্ধিত
উক্ত	√বচ্ + ক্ত	কৃৎ
ঐশ্বর্য	ঈশ্বর + য	সংস্কৃত তদ্ধিত
গমন	√গম্ + অনট	কৃৎ
চিন্ময়	√চিৎ + ময়	কৃৎ
দুগ্ধ	√দুহ্ + ক্ত	কৃৎ
বৈঠক	√বৈঠ্+ অক	কৃৎ
ভোজন	√ভোজ + অনট	কৃৎ
রাষ্ট্র	রাজ + ত্র	তদ্ধিত
লবণ	√লো + অন	কৃৎ

➢ **কোনটি প্রত্যয়-সাধিত শব্দ?** [৪৬তম বিসিএস]

(ক) ভাইবোন (খ) রাজপথ (গ) বকলম (ঘ) ঐকিক

➢ **'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়-** [৪২তম বিসিএস]

(ক) কৃষ্+তি (খ) কৃষ্+টি (গ) কৃ+ইষ্টি (ঘ) কৃষ্+ইষ্টি

➢ **প্রচুর + য = প্রাচুর্য, কোন প্রত্যয়?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) কৃৎ প্রত্যয় (খ) তদ্ধিত প্রত্যয় (গ) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় (ঘ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

➢ **বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) কারক (খ) লিখিত (গ) বেদনা (ঘ) খেলনা

➢ **'সর্বাঙ্গীণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়-** [৪০তম বিসিএস]

(ক) সর্বঙ্গ + ঈন (খ) সর্ব + অঙ্গীন (গ) সর্ব + ঙ্গীন (ঘ) সর্বাঙ্গ + ঈন

➢ **'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি –প্রত্যয় কোনটি?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) শ্রৎ + √ধা + অ + আ (খ) শ্রৎ + √ধা + আ

(গ) শ্র + √ধা + আ (ঘ) শ্রু + √ধা + আ

➢ **বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?** [৩৮তম, ৩৬তম বিসিএস]

(ক) চামার (খ) ধারালো (গ) মোড়ক (ঘ) পোষ্টাই

➢ **নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি?** [৩৬তম বিসিএস]

(ক) সভাসদ (খ) শুভেচ্ছা (গ) ফলবান (ঘ) তন্বী

➢ **নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত?** [৩৫তম বিসিএস]

(ক) প্রলয় (খ) খণ্ডিত (গ) নিঃশ্বাস (ঘ) অনুপম

➢ **'মেছো' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কি?** [২৭তম বিসিএস]

(ক) মাছ + ও (খ) মেছ + ও (গ) মাছি + উয়া > ও (ঘ) মাছ + উয়া > ও

➢ **'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ?** [২৪তম বিসিএস]

(ক) সন্ধিজনিত (খ) প্রত্যয়জনিত (গ) উপসর্গজনিত (ঘ) বিভক্তিজনিত

➢ **ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়?** [১৮তম বিসিএস]

(ক) আন (খ) আই (গ) আল (ঘ) আও

➢ **বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলে?** [১৮তম বিসিএস]

(ক) নামপদ (খ) উপপদ (গ) প্রাতিপদিক (ঘ) উপমিত

➢ **'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?** [১৮তম বিসিএস]

(ক) দুল্ +অনা (খ) দোল্ + না (গ) দোল্ + অনা (ঘ) দোলনা + আ

➢ **প্রত্যয়গত ভাবে শুদ্ধ কোনটি?** [১৬তম বিসিএস]

(ক) উৎকর্ষতা (খ) উৎকর্ষ (গ) উৎকৃষ্ট (ঘ) উৎকৃষ্টতা

➢ **কোন শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?** [১২তম বিসিএস]

(ক) ঠগী (খ) পানাস (গ) পাঠক (ঘ) সেলামি

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম ১৮৪৭ সালে বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন।
- এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে শুধু এক দাঁড়ি বা দুই দাঁড়ি যতি চিহ্নের ব্যবহার ছিল।
- যতি বা ছেদ চিহ্নের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- বাংলা ভাষায় প্রচলিত যতি বা বিরাম চিহ্ন ১৩ টি। [‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন বই অনুযায়ী ১২ টি]
- প্রান্তিক চিহ্ন তিনটি: দাঁড়ি, প্রশ্ন চিহ্ন, বিস্ময় চিহ্ন।
- এটি বাংলা ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

ব্যবহৃত নাম	বাংলা অর্থ	ইংরেজি নাম	আকার	বিরামের সময়
কমা	পাদচ্ছেদ	Comma	,	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
সেমিকোলন	অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়
দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদ	Full stop	।	১ সেকেন্ড
প্রশ্নচিহ্ন	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of interrogation	?	ঐ
কোলন	ছেদ বা দৃষ্টান্তচ্ছেদ	Colon	:	ঐ
বিস্ময় চিহ্ন	বিস্ময়সূচক চিহ্ন	Note of exclamation	!	ঐ
কোলন-ড্যাস	ছেদ বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন	Colondash	:-	ঐ
ড্যাস	বাক্যসঙ্গতি চিহ্ন/কষি চিহ্ন	Dash	–	ঐ
হাইফেন	শব্দসংযোগ চিহ্ন	Hyphen	-	থামার প্রয়োজন নেই
জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	জোড়-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Inverted commas	“ ”	১ বলতে যে সময় প্রয়োজন
এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন	এক-উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation mark	‘ ’	১ সেকেন্ড
ইলেক চিহ্ন	লোপ চিহ্ন	Apostrophe	’	থামার প্রয়োজন নেই

- বন্ধনী চিহ্ন থাকলে থামার প্রয়োজন নেই।

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

❑ কমা (,)

- ✓ বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে তাদের মধ্যবর্তী একটি বা একাধিক কমা (,) ব্যবহার করে এক জাতীয় পদকে আলাদা করা হয়। কমা বসে দুই বা ততোধিক পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশে। যেমন – মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীম উদ্‌দীন-তাঁরা বাংলা ভাষার প্রধান কবি।
- ✓ সম্বোধনের পর কমা বসে। যেমন – ওহে মাঝি, আমায় একটু পার করে দাও।
- ✓ ঠিকানা লিখতে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন – শ্যামলী, ৩৯/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, গ্রাম: দিঘলদী, ডাকঘর: ফাউসা বাজার, উপজেলা: আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ।
- ✓ উদ্ধৃতি চিহ্নের আগে কমা বসে। যেমন – আমি বললাম, "আমি পাস করেছি।"
- ✓ তারিখ লিখতে কমা বসে। যেমন – পহেলা বৈশাখ, ১৪০০ সাল।

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

❑ সেমিকোলন (;)

✓ কমার চেয়ে বেশি বিরতি প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। যথা- সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুশ্ছেদ্য?

✓ একাধিক স্বাধীন বাক্যকে বা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন একাধিক বাক্যকে এক বাক্যে লিখলে বাক্যের মাঝখানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন – আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি; তুমি না এলে আমার সব আশা ডুবে যাবে অতল সমুদ্রে।

❑ দাঁড়ি (।)

✓ বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি (।) বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যেমন – সে বই পড়ে। গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।

❑ প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

✓ বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন – তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

❑ কোলন (:)

- ✓ একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে আর একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন – সভায় সাব্যস্ত হলো: নব্বই দিন পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- ✓ কোনো বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করতে দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন – সমাস ছয় প্রকার: দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব, কর্মধারয়, দ্বিগু।

❑ ড্যাস চিহ্ন (–)

- ✓ যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন – তোমরা দরিদ্রদের সাহায্য কর–এতে তোমাদের সম্মান কমবে না–বাড়বে।
- ✓ উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস উভয়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন – ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার – অতীত কাল, বর্তমান কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

❑ হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-):

- ✓ হাইফেন ইংরেজি থেকে এসেছে। কিন্তু এর ব্যবহার ইংরেজির চেয়ে বাংলায় অনেক বেশি।
- ✓ সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্যে হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন – এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

ব্যাকরণিক চিহ্ন (✓, <, > =)

- ধাতু বোঝাতে ✓চিহ্ন: ✓স্থা = স্থা ধাতু।
- পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে < চিহ্ন: জাঁদরেল < জেনারেল।
- পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে > চিহ্ন: গঙ্গা > গাঙ, গৃহিণী > গিন্নি।
- সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন: নর ও নারী = নরনারী।

➢ কোনটি 'কোলন'? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) ;　　(খ) :　　(গ) =　　(ঘ) " "

➢ নিচের কোনটিতে বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি? [২৩তম বিসিএস]

(ক) ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১

(খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১

(গ) ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

(ঘ) পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশো সাত

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/@Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy